TPSC
OLD QUS PAPER
NOT FOR SALE
TPSC

TR/PA/BENG/19

BENGALI

Full Marks – 50

Time – 1½ hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

১। যে কোন **একটি** বিষয়ে আনুমানিক ৪০০ শব্দে প্রবন্ধ রচনা করুন ঃ ২০

(ক) ত্রিপুরায় কৃষি উন্নয়নের রূপরেখা।

(খ) ছাত্র জীবনে সমাজ সেবার গুরুত্ব ।

(গ) আধুনিক জীবনে যন্ত্র সভ্যতার প্রভাব।

(ঘ) সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ।

অথবা

গভীর রাত পর্যন্ত তারস্বরে মাইক ব্যবহারের কারণে দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা জানাচ্ছে উদয়পুরের অনামিকা সেনগুপ্ত তার বান্ধবী ধর্মনগর বাসিন্দা শতাব্দী ভট্টাচার্যকে—এই মর্মে আনুমানিক ৪০০ শব্দে একটি পত্র রচনা করুন। ২০

[Turn over

২। বাংলায় অনুবাদ করুন ঃ ১৫

In the north-west, near modern Islamabad there was an ancient and famous university at Takshashila or Taxila. This was particularly noted for science, especially medicine and the arts. People went to it from distant parts of India. Probably students came also from, central Asia and Afghanistan. It was considered an honour to be graduate of Taxila.

অথবা

One needs a companion to pass one's time. He talks and plays with the companion. But one can not keep talking and playing all the time. And then all companions are not good. There can be some who have habits and they would like others also to form the same habits. One should always avoid them. The best, therefore, is to make books one's companion.

৩। অনধিক ২৫০ শব্দে সারাংশ লিখুন ঃ ১৫

বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদন প্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোনো দীন-দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর

কাঁদিয়া আকুল, কোনো বালিকা বিধবার মলিন মুখ দর্শনমাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষস্থলে গঙ্গা প্রবাহমানা; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যু সংবাদ পাইবামাত্র বালকের মতো উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মতো কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম; বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। তিনি আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিতেন, কিন্তু পরের জন্য তিনি রোদন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখ দর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণশোক তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার নিকট এসময়ে ঘেঁষিতে পারিত না।

ঈশ্বর ও পরকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, তাঁহার চরিত্র লেখকেরা সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট কথা বলেন না। বস্তুতই দুঃখ দাবানলের কেন্দ্রস্থলে উপবেশন করিয়া জগতের মঙ্গলময় সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল। বোধ করি সেইজন্যই ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে নিজমত প্রকাশ করিতে তিনি চাহিতেন না। তাঁহার প্রবৃত্তি তাঁহাকে যে কর্তব্য পথে চালাইত, তিনি সেইপথে চলিতেন। মনুষ্যের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন; গণ্ডগোলে প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার অবসর ছিল না।

বিদ্যাসাগর একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া এই কথাটা না তুলিলে চলে না। তিনি

TPSC
OLD QUS PAPER